দৈনিক
ইত্তেফাক

১০৮

তারিখ 25 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

গতকাল পদত্যাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ -ইত্তেফাক

ইত্তেফাকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ভিসি

বৃদ্ধ বয়সে আর রক্তারক্তি দেখিতে চাই না

রেজানুর রহমান ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ডঃ এমাজ উদ্দিন আহমেদ বলিয়াছেন, কাহারও প্রতি কোন অভিযোগ নাই। আমি খুব ক্লান্ত। বৃদ্ধ বয়সে আর রক্তারক্তি দেখিতে চাই না। তাই পদত্যাগ (১১শ পঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

বৃদ্ধ বয়সে

(১ম পৃঃ পর)

করিয়াছি। গতকাল (শনিবার) ইত্তেফাকের সহিত এক সাক্ষাৎকারে ডঃ এমাজ উদ্দিন আহমেদ এই কথা বলেন। ক্যাম্পাসের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী ঘটনার প্রেক্ষিতে ডঃ এমাজ উদ্দিন আহমেদ গতকাল দুপুরে তাঁহার পদত্যাগপত্র বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলরের সচিবের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। গতকাল সন্ধ্যায় তাঁহার বাসভবনে গিয়া দেখা যায় বিভিন্ন হলের ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। একটি কক্ষে কয়েকজন শিক্ষক অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমেদ সকলের সহিত কুশল বিনিময় করিলেন। ছাত্র-ছাত্রীদের বলিলেন, আমি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। বিবেকের তাড়নায় পদত্যাগ করিলাম। তোমরা আমার সন্তান তুল্য। আর যাহাই কর সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দিও না।

ইত্তেফাকের সহিত সাক্ষাৎকারে তিনি বলিলেন, আমার জীবনের দীর্ঘ সময় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় করিয়াছি।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল-মন্দ সর্বদাই আমাকে তাড়িত করে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি এতই ভয়াবহ যে, আমি ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক হিসাবে বড়ই অসহায় হইয়া পড়িয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয় হইল জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। ছাত্র-ছাত্রীরাই ইহার প্রাণ। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এখন সন্ত্রাসীদের দখলে। অছাত্ররা ছাত্রদের তাড়াইয়া দিয়া হল দখল করিতেছে। আমার সন্তানতুল্য ছাত্র-ছাত্রীরা কাটাইতেছে শ্বাসরুদ্ধকর মুহূর্ত। বিভিন্ন হলের প্রভোষ্টবৃন্দ ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য রক্ষা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের নিরাপত্তার কথা ভাবিয়া আমি ৪৮ ঘন্টার সময়সীমা বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। আশা করিয়াছিলাম এই সময়ের মধ্যে ক্যাম্পাস পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সকলে আগাইয়া আসিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হইলেও সত্য কাহারও কোন সাড়া মিলে নাই। বরং পুলিশের উপস্থিতিতেই বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মামলার আসামীরা ক্যাম্পাসে বীরদর্পে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের দাপটে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা বড়ই অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই এই পরিস্থিতিতে আমি মনে করি ভিসি পদে দায়িত্ব পালন করা শোভন হইবে না। প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমেদ বলেন, সন্ত্রাস প্রতিরোধে কথা বলিয়া সন্ত্রাসীদের লালন-পালন করিলে সন্ত্রাস দমন হইবে না। রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকিলে ক্যাম্পাস হইতে সন্ত্রাস দূর হইবে না। ক্যাম্পাসে যাহারা সন্ত্রাস করে তাহারা কোন না কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী। ছাত্র সংগঠনের পরিচয় দিয়া দাপট দেখাইয়া এই সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাসে ঘুরিয়া বেড়ায়। হল পরিচালনা করে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনে রহিয়াছে আবার দল, উপদল। এই যে অস্থিরতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ইহা দূর করা সম্ভব নয়। ইহার জন্য দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ডঃ এমাজউদ্দিন আহমেদ বলেন, আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনিতে পারিলাম না। ইহা আমার ব্যর্থতা। সকলের প্রতি অনুরোধ আন্তরিকতা নিয়া আগাইয়া আসুন। দলাদলি ভুলিয়া গিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচান।

চ্যান্সেলরের সচিবের নিকট প্রেরিত পদত্যাগপত্রে ডঃ এমাজ উদ্দিন আহমেদ বলিয়াছেন, "১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করি। দায়িত্বভার গ্রহণের পর আমি বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম যাহাতে ব্যাহত না হয়, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে অনির্ধারিত বন্ধের সম্মুখীন না হয়, সেশন জটের অভিশাপ হইতে ছাত্রছাত্রীরা যেন মুক্তি পায় সেই লক্ষ্যে নিরলস ভাবে কাজ করিয়াছি। গ্রহণ করিয়াছি যথাযথ পদক্ষেপ। কোন কোন ক্ষেত্রে সফল কামও হইয়াছি। কোন কোন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার কারণে কাংখিত সাফল্য লাভ সম্ভব হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন যথারীতি ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ চলিতেছিল, সেশনজট বহুলাংশে কমিয়া গিয়াছিল তখন ২৯শে জুলাই '৯৬ বহিরাগত অস্ত্রধারীরা শহীদুল্লাহ হল দখল করিয়া নেয়। ইহার পর পর্যায়ক্রমে ফজলুল হক হল, স্যার এ, এফ, রহমান হল, হাজী মুহম্মদ মোহসীন হল সন্ত্রাসীদের দখলে চলিয়া যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় ফজলুল হক হল, এফ, রহমান হল, মোহসীন হল, জিয়াউর রহমান এবং কবি জসীমউদ্দীন হলের প্রভোষ্টবৃন্দ পদত্যাগ করেন। ২১শে আগষ্ট হইতে আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়, বিশেষ করিয়া আবাসিক হলসমূহে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটিয়াছে। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি হইবে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ স্বাভাবিক হইয়া আসিবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। এমতাবস্থায় আমার পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় বিধায় আমি পদত্যাগ করিতেছি"। উল্লেখ্য, সন্ত্রাসী পরিস্থিতির কারণে গত ১০ বছরে পর পর ৪ জন ভিসিকে পদত্যাগ করিতে হইল। ক্যাম্পাসের সন্ত্রাসী পরিস্থিতির কারণে ১২ই ফেব্রুয়ারী '৮৬ পদত্যাগ করেন ডঃ মোহাম্মদ শামসুল হক। ইহার পর ভিসি হিসাবে দায়িত্ব পান প্রফেসর ডঃ আব্দুল মান্নান। ২২শে মার্চ '৯০ প্রফেসর আব্দুল মান্নান পদত্যাগ করার পর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ডঃ মনিরুজ্জামান মিয়া। ৩১শে অক্টোবর '৯২ প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া পদত্যাগ করিলে ডঃ এমাজউদ্দিন আহমেদ ভিসি হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।